তিনটি মন্ত্র
নিয়ে মোদের জীবন

প্রজ্ঞা প্রবাহ (অখিল ভারতীয়)
লোকপ্রজ্ঞা (দক্ষিণবঙ্গ)

প্রকাশক ঃ
প্রজ্ঞা প্রবাহ (অখিল ভারতীয়)
লোকপ্রজ্ঞা (দক্ষিণবঙ্গ)
২৬, বিধান সরণি, কোলকাতা-৬
Mobile : 9432435556, 9748246305, 9874317187
E-mail : adash1955@gmail.com
blog - www.lokaprajna.blogspot.com
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য
মুদ্রক ঃ
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
Mobile : 9830532858

সত্যম্

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

রচনাকাল - ১৮৭৫/১৮৭৬
প্রকাশ - আনন্দমঠ উপন্যাসে

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই চতুর্ভূজা 'ভারতমাতা' চিত্রটি অঙ্কন করেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসিনীর বেশে ভারতমাতার চার হাতে রয়েছে বেদ, ধানের শিষ, জপের মালা ও শ্বেতবস্ত্র।

ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

সুন্দরম্

ভারতবিধাতা

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্য বিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

রচনাকাল - ডিসেম্বর ১৯১১। গীতবিতান, প্রবাহিনী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম গীত হয় ২৮শে ডিসেম্বর ১৯১১, কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে।
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত হয় ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৭, কংগ্রেস অধিবেশনে।

শিবম্

স্বদেশমন্ত্র

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না — তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না — তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না — তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের — নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না — তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না — তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না — নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

—'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা।

স্বদেশমন্ত্রের পাণ্ডুলিপি

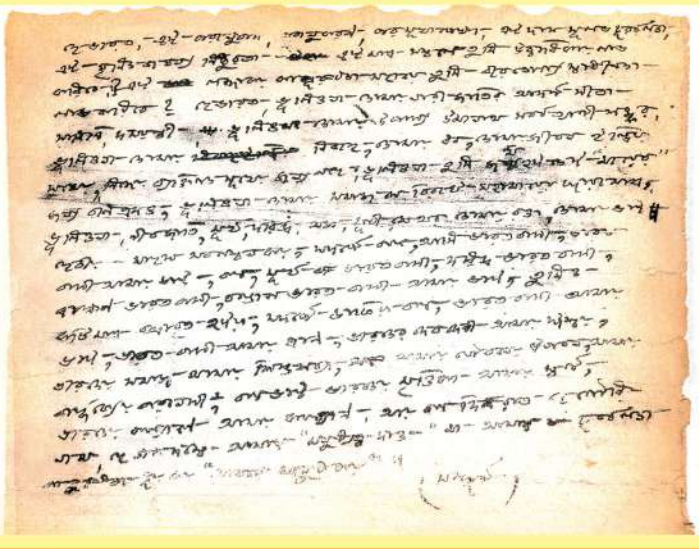

★ প্রকাশকাল ঃ ৯ই আগস্ট, ২০১৭ (ভারতছাড়ো আন্দোলনের ৭৫তম দিবস)